পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি

৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা- ৭০০ ০০৭
ফোন নম্বর : ২২৪১-২০৬০, ২২১৯-৮৯৩০

সার্কুলার- ৮/২০১৫ তারিখ : ০৮ - ০৮ - ২০১৫

কনভেনার প্রাইমারী ইউনিট,ওয়েবকুটা/ জেলা সম্পাদক
---কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়

প্রিয় সাথী,

৭ আগষ্ট ২০১৫ সারা ভারত অধ্যাপক ফেডারেশনের ডাকে সপ্তম পে রিভিউ কমিটি গঠন, সকল শিক্ষক/শিক্ষাকর্মীর জন্য পেনশন প্রথা চালু রাখা, API প্রথা বাতিল ও CAS সংক্রান্ত নিয়মকানুন সরলীকরণ সহ ১০ দফা দাবির সমর্থনে দিল্লিতে যন্তরমন্তর চত্তরে অনশন ও অবস্থান কর্মসূচি। আমাদের রাজ্য থেকে ১৫ জন সহকর্মী বন্ধু এই কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার জন্য দিল্লি গেছেন। ফেডারেশনের নির্দেশ মেনে আমরা এরাজ্যে ব্যাজ পরে দাবি দিবস পালন করেছি। কিছু জেলায় বন্ধুরা কর্মবিরতি পালন করছেন। AIFUCTO -র ডাকে আজকের এই আন্দোলন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী সকল সহকর্মী বন্ধুকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

*** আগামী ২ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলির ডাকে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার রক্ষা, অসংগঠিত ক্ষেত্রে যুক্ত শ্রমজীবী মানুষের মাসিক ন্যূনতম ১৫০০০ টাকা মজুরী সহ অন্যান্য দাবিতে সাধারণ ধর্মঘটকে AIFUCTO সমর্থন জানিয়েছে। অধ্যাপক সমিতি AIFUCTO-র অনুমোদিত সংস্থা হিসাবে গত ১৭ জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিত কর্মসমিতির সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বাধিকার রক্ষা ও কলুষ মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের দাবিতে এবং ট্রেড ইউনিয়নের দাবি সমূহের সমর্থনের এই ধর্মঘটকে সমর্থন করছে।** সহকর্মী বন্ধুদের কাছে অনুরোধ এই ধর্মঘটকে সফল করতে নিজ নিজ প্রাইমারি ইউনিটে সিদ্ধান্তগ্রহণ করুন এবং কলেজ কর্তৃপক্ষকে ২০ আগষ্টের মধ্যে নিয়মমাফিক নোটিশ দিয়ে ‘২ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ সাধারণ ধর্মঘট সমর্থন করার সমিতিগত সিদ্ধান্ত’ জানিয়ে দিন। এক কপি নিজেদের হেফাজতে রাখুন।

* **WBCUTA -র ৮৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ রবিবার সকাল ৯টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিকী হল - এ অনুষ্ঠিত হবে। এই উপলক্ষে আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর শনিবার স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়-র সার্ধশত জন্মবার্ষিকীকে কেন্দ্র করে ‘শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধিকার : ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার ও এই সময়’ শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। বিস্তারিত কর্মসূচি পরবর্তীকালে সার্কুলার মারফৎ জানানো হবে।**

* সম্প্রতি সুরেন্দ্রনাথ কলেজে ভর্তি হতে এসে তোলাবাজির শিকার হয়ে আত্মঘাতী হল এক অসহায় ছাত্রী। সবং কলেজে দুষ্কৃতীদের আক্রমণে ক্যাম্পাসের ভেতরেই প্রাণ হারালো এক ছাত্র। সমিতি উভয় ঘটনার তীব্র নিন্দা করার পাশাপাশি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে এবং শিক্ষাঙ্গন লাঞ্ছনামুক্ত করতে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সকল মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছে।

* রাজ্যের বর্তমান রাজ্য সরকার শিক্ষক-স্বার্থ বিরোধী একের পর এক আদেশনামা প্রকাশের ট্র্যাডিশন বজায় রেখেছে। সম্প্রতি আংশিক সময়ের শিক্ষক ও চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকদের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা বিবেচনা না করবার সরকারি আদেশনামা (678-Edn(CS)/EH/0/CS/5P-14/2015 Dated 22-07-2015) প্রকাশিত হয়েছে। এর ফলে ইউ জি সি যোগ্যতামান উত্তীর্ণ এই সব শিক্ষক বন্ধুরা CSC ইন্টারভিউতে বছর প্রতি .৫ নম্বর করে সর্বাধিক ৫ নম্বর পাওয়ার যে বাড়তি সুবিধা পেতেন তা আর পাবেন না। শুধু তাই নয়, অভিজ্ঞতা বিবেচনা না করার এই সরকারি সিদ্ধান্তের কারণে এই সব শিক্ষক বন্ধুরা অন্যান্য চাকরীর ক্ষেত্রেও বঞ্চিত হবেন। সমিতি দীর্ঘ লড়াই-এর মধ্য দিয়ে আংশিক সময়ের শিক্ষক বন্ধুদের জন্য এই সুবিধা আদায় করেছিল। তাই বর্তমান সরকারের এই শিক্ষক-স্বার্থ বিরোধী সিদ্ধান্তের আমরা তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং অবিলম্বে এই আদেশনামা প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি।

* বারংবার দাবি জানানো সত্ত্বেও Ph.D/M.Phil - এর ইনক্রিমেন্ট প্রদানের সিদ্ধান্ত সরকার এখনো গ্রহণ করেনি। ষষ্ঠ বেতন কমিশনের বকেয়া ১৫% এখনো আমরা পেলাম না। বকেয়া ডি এ-র পরিমান প্রতিদিন বেড়ে চলেছে অথচ সরকার নির্বিকার। ২৮ মাসের Promotion বিষয়ে সমস্ত সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত আদালতের সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সরকার Notional Fixation- এর আদেশনামা সামনে রেখে আর্থিক সুবিধা দিতে অস্বীকার করছে। আমরা Notional Fixation- এর জন্য এই লড়াই শুরু করিনি। সমিতির ঐতিহ্য মেনে শিক্ষকদের মর্যাদার প্রশ্নে আমরা আপোষহীন থাকার লক্ষ্য নিয়েই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছি। তাই আমরা সরকারের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ দায়ের করেছি। এ লড়াই চলবে। পূর্বের রেগুলেশনের ৯ বছরের সুবিধা প্রদানের বিষয়টি প্রত্যাহার ও টাকা কেটে নেওয়া সংক্রান্ত ৩১২ ও ৩৩৩ নং সরকারি আদেশনামা দুটি এখনো প্রত্যাহৃত বা সংশোধিত হয়নি। যদিও আমাদের দাবি মেনে উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী এই আদেশনামা এখনো কার্যকর হয়নি। তবু বিকাশভবনে কর্মরত আধিকারিকদের একাংশের শিক্ষক-স্বার্থ বিরোধী আচরণ আমাদের আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই পথে নেমে আন্দোলন ছাড়া এই সমস্যার নিষ্পত্তি হবে বলে আমরা মনে করি না। উপরন্তু আমরা এই বিষয়ে আইনজ্ঞেরও পরামর্শ নিচ্ছি।

* CSC-র মাধ্যমে এক কলেজ থেকে অন্য কলেজে আসা শিক্ষক বন্ধুরা এখনো Pay Protection সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অতীতে এধরণের সমস্যা কখনো হয়নি। এনিয়ে একাধিক সুনির্দিষ্ট সরকারি আদেশনামা রয়েছে --- যার উল্লেখ করে আমরা এই সুবিধা পুনরায় প্রদানের জন্য সমিতির পক্ষ থেকে DPI কে অনুরোধ করে চিঠি দিয়েছি। ওয়েবসাইটে এই চিঠি দেওয়া আছে। কোন যুক্তিতে শিক্ষকরা এই হয়রানির শিকার হচ্ছেন আমরা জানিনা। আবেদনে সাড়া না পেলে প্রয়োজনে এই নিয়েও ভবিষ্যতে আমরা আদালতের দ্বারস্থ হব। যারা FDP-র ছুটি নিয়ে গবেষণার কাজ করেছেন তাঁরাও এখন কোন দোষ ছাড়াই বিকাশভবনের হয়রানির শিকার। সমিতির পক্ষ থেকে DPI কে এই সমস্যার নিষ্পত্তির অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দেওয়া সত্ত্বেও এখনো কোনো সুরাহা হয়নি। UGC -র সর্বশেষে একটি সিদ্ধান্ত আমাদের সমস্যা বাড়িয়েছে । বলা হয়েছে PG কলেজ ছাড়া অন্যত্র কলেজ শিক্ষকগণ গবেষণার কাজ করতে পারবেন না। একদিকে API -র জন্য গবেষণায় নম্বর তোলার নির্দেশ অন্যদিকে গবেষণা করাতে না পারার ফরমান জারি -----আমরা UGC -র এধরণের তুঘলকি সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করছি। AIFUCTO- র নেতৃত্বকে বিষয়টি দেখবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছি।

শিক্ষকদের এহেন হয়রানি ও অধিকার কেড়ে নেওয়ার তালিকা দীর্ঘ। উপরন্তু ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে ছাত্র, শিক্ষক শিক্ষাকর্মীদের লাঞ্ছনার ঘটনা বেড়ে চলেছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে এখনো PG/UG শিক্ষকদের নির্বাচিত প্রতিনিধিত্ব কার্যকর হল না। শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্য নিত্যদিনের অভিজ্ঞতা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অধ্যাপক সমিতি তাই গত ১৭ ও ৩১ জুলাই অনুষ্ঠিত কর্মসমিতির সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ;

(১) সারা আগষ্ট মাস জুড়ে প্রতিটি জেলায় কনভেনশন/বর্ধিত জেলাকমিটির সভা করে উপরোক্ত বিষয়গুলি নিয়ে সদস্য বন্ধুদের মত বিনিময়ের সুযোগ তৈরি করতে হবে। কোন জেলায় কবে সভা করছেন আগে ভাগে রাজ্য দপ্তরে জানালে সুবিধা হয়।
(২) বিষয়গুলি নিয়ে এযাবৎকাল সমিতির পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারকে যতগুলি চিঠি দেওয়া হয়েছে, তার একটি সংকলন আমরা সদস্য বন্ধুদের জন্য দ্রুত প্রকাশ করবো।
(৩) আগামী ৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ বুধবার, অধ্যাপক সমিতির ডাকে একটি বিক্ষোভ সমাবেশ হবে কলকাতায়। প্রতিটি জেলা থেকে বেশি সংখ্যায় অধ্যাপক/অধ্যাপিকা বন্ধুরা যাতে এই সমাবেশে অংশ নিতে পারেন তার জন্য প্রাইমারি ইউনিট/জেলা কমিটিগুলিকে এখন থেকে প্রস্তুতি নিতে হবে।
(৪) আংশিক সময়ের শিক্ষক বন্ধুরা নবান্ন অভিযান সহ ধারাবাহিক আন্দোলন কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। অধ্যাপক সমিতি নীতিগত ভাবে ওঁদের এই আন্দোলনকে সমর্থন জানাচ্ছে।

পরিশেষে দুঃখের সঙ্গে জানাই এখনো অল্প কিছু ইউনিট তাঁদের বার্ষিক সদস্যপদের চাঁদা ও নামের তালিকা সমিতির দপ্তরে জমা দেননি। অতি দ্রুত সদস্যদের চাঁদা তুলে সমিতির অফিসে জমা দিন। বিশ্ববিদ্যালয় জেলা কমিটি সহ উত্তর ও দক্ষিন দিনাজপুর, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় এখনো জেলা কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়নি। সংশ্লিষ্ট জেলা নেতৃত্বকে সমিতির বিধি মেনে ৩১ আগষ্টের মধ্যে এই কাজ শেষ করতে অনুরোধ করছি।

ধন্যবাদ সহ-

(শ্রুতিনাথ প্রহরাজ)
সাধারণ সম্পাদক